যুগান্তর

25 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২

দিনে দিনে কমছে প্রযুক্তিগত সুবিধা

মেহেদী কবীর, *শাবি থেকে*

প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণে বিশ্বব্যাপী সুনাম কুড়ালেও ক্রমেই ভেঙে পড়ছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। উচ্চগতির 'ওয়াইফাই', নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইল সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম ট্র্যাকিং ডিভাইস, মোবাইল ফোনে ভর্তি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন, দেশের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সার্চ ইঞ্জিন, প্রতিটি একাডেমিক ও লাইব্রেরি ভবনে 'কিশক'সহ অন্যান্য সুবিধার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাবরই একটু আলাদা চোখে দেখা হয়। প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কম্পিউটার ফি বাবদ প্রায় ৫০ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হলেও গত পাঁচ বছর কোনো

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা

শাবিপ্রবি ৩

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

দিনে দিনে কমছে প্রযুক্তিগত সুবিধা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ধরনের কম্পিউটার সুবিধা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। ওয়াইফাইয়ের দুর্বল গতিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এখন শুধু কাগজে কলমে বিদ্যমান। প্রকৃত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

নেই কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ল্যাব : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতি সেমিস্টারে কম্পিউটার ফি বাবদ ২৫০ টাকা দিতে হয়।'এ বছর (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ) তা বাড়িয়ে ২৭৫ টাকা করা হয়। এভাবে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দুই সেমিস্টারে বছরে প্রায় ৫০ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো কম্পিউটার ল্যাব গড়ে ওঠেনি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, এ অর্থ শুধু কম্পিউটার ল্যাবের জন্য নয় বরং ওয়াইফাই ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সেবার জন্য নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেয়ার জন্য ২০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি ল্যাব কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির নিচতলায় স্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত ব্যবহার ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে কোনো রকমে খুঁড়িয়ে চলা এই ল্যাবটি ২০১১ সালের ডিসেম্বরে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০১৬ সালে এসেও নতুন করে চালু হয়নি কোনো কম্পিউটার ল্যাব। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান হোসাইন বলেন, 'প্রতি সেমিস্টারে টাকা দেয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কোনো কম্পিউটার ল্যাব না থাকায় প্রতিনিয়ত সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। সেমিনার পেপারসহ একাডেমিক অন্যান্য কাজে আমরা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি।' শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সাতটি 'কিশক' (দাঁড়িয়ে ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটার) সংযোগ দেয় প্রত্যেকটি একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টারে। তবে এর মধ্যে শুধু একাডেমিক ভবন ও লাইব্রেরি ভবনেরটা সচল রয়েছে। বাকিগুলো থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি একাডেমিক ভবনের মনিটরগুলোও সচল নয়।

ওয়াইফাই-এর দুর্বল গতি : ১৯৯৮ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শাবিতে প্রথম তারবিহীন ইন্টারনেট (ওয়াইফাই) চালু করা হয়। তখন ইন্টারনেটের গতিসীমা ছিল সর্বোচ্চ ১২৮ কিলোবাইট। ২০০৭ সালের ৮ মে এই গতি এক দফা বাড়িয়ে করা হয় দুই মেগাবাইট। শুরুতে একাডেমিক ভবন এলাকায় এ সংযোগ থাকলেও ২০১০ সালে আবাসিক হলগুলোতে সংযোগকালে এর গতি ৮ মেগাবাইট করা হয়। বর্তমানে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২ মেগাবাইটে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চাহিদা ২৫০ মেগাবাইট। বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিটি ভবন, হল ও ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফ্রি ওয়াইফাই সংযোগ দেয়া হলেও তা শিক্ষার্থীদের কাছে এখন বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। একে তো ওয়াইফাই সংযোগ পাওয়া যায় দেরিতে, তার ওপর 'লিমিটেড এক্সেসের' কারণে আস্থা হারিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ওয়াইফাই স্পিড না বাড়ানোর কারণে হলগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইন্টারনেটভিত্তিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হলে থাকছেন না ওয়াইফাই-এর দুর্বলগতির কারণে। দ্বিতীয় ছাত্র হলের বাসিন্দা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'তারা ওয়াইফাই-এর গতিও বাড়ান না আবার বাইরের সংযোগও নিতে অনুমতি দেন না। এভাবে চললে পড়াশোনার জন্য হল ছেড়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

ওয়েবসাইটের দুর্বল নিরাপত্তা : প্রযুক্তিতে দেশসেরা দাবি করলেও শাবির ওয়েবসাইটে তেমন কোনো তথ্য নেই। শুধু বিভিন্ন বিভাগ ও দফতরে কর্মরতদের ছবি ছাড়া অন্য কোনো ইনফরমেশন নেই বললেই চলে। এসময় দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট যথেষ্ট আপডেট থাকলেও এদিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে শাবি। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে টেলিটক নেটওয়ার্ক সমস্যা ও ওয়েবসাইটের তথ্য বিলম্বের কারণে শাবিতে ভর্তির আবেদন করতে পারেনি হাজারও শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ভর্তি আবেদনের সময় বৃদ্ধির তথ্য সঠিক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে আপলোড না করা, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে লগইন করে রেজিস্ট্রেশন করতে না পারা ও নেটওয়ার্কিং সমস্যায় এসএমএসের প্রতি-উত্তর না আসাসহ নানা কারণে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়েছেন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ২৫ নভেম্বর দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগের দাবিতে ওয়েবসাইটটি হ্যাক করা হয়। ৮ মাসের ব্যবধানে আবারও হ্যাকিংয়ের শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট।